আজ, শুক্রবার একই দিনে বাংলায় আসছেন নাড্ডা ও মোহন ভাগবত

উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা : আজ, শুক্রবার বাংলায় আসছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। এদিনই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাডডাও রাজ্যে পা রাখছেন। ২জনরই আলাদা অনুষ্ঠান থাকলেও একসঙ্গে যে দেখাই হবে না, একথা মানছেন না রাজনৈতিক মহল। আরএসএস সূত্রে জানা গেছে, মোহন ভাগবত শুক্রবার রাতে এলেও পূর্বাঞ্চলীয় ক্ষেত্রের বৈঠক শনিবার ও রবিবার কেশবভবনে বসবে। সেখানে বাংলা সহ ওড়িশা, আন্দামান, সিকিম ক্ষেত্রের বৈঠক হবে। উল্লেখিত রাজ্য থেকে সংঘের সাধারণ সম্পাদক ও সভাপতিরা হাজির থাকবেন। সংঘ সূত্রে খবর, মোহন ভাগবতের সঙ্গে আসবেন সংগঠনের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবোলে। এদিকে, এদিনই বাংলায় আসছেন জগৎপ্রকাশ নাডডা। একই দিনে ভাগবত ও নাডডার সফর তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, ১২ আগস্ট শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে বিজেপির পূর্বাঞ্চলীয় পঞ্চায়েত সম্মেলনের আসর বসছে। বিজেপির পূর্বাঞ্চলের মধ্যে পড়ে বাংলা, ত্রিপুরা, বিহার, ঝাড়খণ্ড ও অসম। ৫টি রাজ্যের জয়ী জেলা পরিষদের সদস্যরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। যেমন, বাংলা থেকে জয়ী ৩১জন জেলা পরিষদের সদস্যরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। এই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভার্চুয়ালি ভাষণ দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও বিএল সন্তোষ সহ একাধিক কেন্দ্রীয় বিজেপি নেতা এই সম্মেলনে হাজির থাকতে পারেন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটকে সামনে রেখে এই সম্মেলনের মাধ্যমে একেবারে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত দলের সংগঠনকে মজবুত রাখাই মূল লক্ষ্য। এছাড়া এই সম্মেলনের মাধ্যমে গ্রামস্তরে আরো বেশি করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলো প্রচার করাই সংগঠনের মূল লক্ষ্য বলে মনে করা হচ্ছে। আসন্ন লোকসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই দুর্গাপুজোর আগেই ১ অক্টোবর থেকে ৮ অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যে রথযাত্রা বের করবে বিজেপি। এই পরিকল্পনার কথা পূর্বাঞ্চলীয় সম্মেলনের আলোচনায় উঠে আসবে বলে খবর।

এবার ভাঙড়ে সিসিটিভি লাগাল কলকাতা পুলিশ

জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : ভাঙড় অধিগ্রহণ করার আগেই নিরাপত্তা জোরদার করতে ভাঙড়ের নানা মোড়ে সিসিটিভি লাগাচ্ছে কলকাতা পুলিশ। জানা গেছে, এইসব সিসিটিভি লালবাজার থেকে মনিটরিং করা হবে বলে লালবাজার সূত্রে খবর। পঞ্চায়েত ভোট ঘিরে গুলি, বোমার শব্দে বারবার কেঁপে উঠেছিল ভাঙড়ের মাটি। লাগাতার অশান্তির জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙড়কে কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেন। সেইমতো কলকাতা পুলিশ ভাঙড় অধিগ্রহণ করতে তৎপর হয়। সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। এরমধ্যে ভাঙড়ে ৯টি থানা তৈরি করার তোড়জোড় শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। তারই অংশ হিসাবে ভাঙড়ের শান্তি ফেরাতে বাড়তি নজরদারিতে জোর দিয়েছে কলকাতা পুলিশ।

ভাটপাড়ায় মধুচক্রের পর্দা ফাঁস

প্রতীতি ঘোষ, বারাকপুর : ভাটপাড়াপুরসভার ২৫ নং ওয়ার্ডে বাসুদেবপুর রোড এলাকায় মধু চক্রের পর্দা ফাঁস করল পুলিশ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, বাসুদেবপুর রোড এলাকার মণ্ডলপাড়ায় ১টি বাড়িতেই দীর্ঘদিন ধরে মধুচক্রের আসর বসত। ওই এলাকার বাসিন্দা নন্দদুলাল চৌধুরীর বাড়িতে ভাড়া থাকত শেখর দে, তার স্ত্রী টুম্পা আর তাদের এক সন্তান। তাদের ঘরেই বেশ কয়েকদিন ধরে মধুচক্র চলত বলে অভিযোগ। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ বারাকপুর কমিশনারেটের আধিকারিকদের নিয়ে বৃহস্পতিবার আচমকা ওই বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকেই হাতেনাতে পাকড়াও করা হয় ৩ মহিলা সহ আরো ৫জন। বিশেষ সূত্রে খবর, ওই ঘরে যে বাইরের লোকের আনাগোনা ছিল তা স্বীকার করে নিয়েছেন বাড়ির মালিক অঞ্জনা চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমরা কিছুই জানতাম না। ওরা ২মাস আগে বাড়ি ভাড়া নিয়েছিল। আমার বাড়িতে আরো ভাড়াটিয়া আছে। তাঁরাও কিছু টের পাননি। স্থানীয় ব্যাটারি ফ্যাক্টরিতে কাজ করত শেখর দে। আজ পুলিশ যখন আসে ওদের ঘর থেকে ৬ জন মেয়ে ও ২ জন ছেলেকে ধরে নিয়ে যায়। পুলিশ আমাদের বিশেষ কিছুই বলেনি। কেন ওদের বাড়িতে এত ছেলেমেয়ে আসতো তা আমরাও কখনো জানতে চাইনি।' স্থানীয় বাসিন্দা ঝুমা কুণ্ডু বলেন, 'আমরা কখনো বুঝতে পারিনি। আজ দুপুরের পরই আচমকা পুলিশের গাড়ি ঘোরাঘুরি করতে দেখেই কিছু একটা আঁচ করেছিলাম। এরপরই গোটা ব্যাপারটা জানলাম। তবে এই ধরনের নোংরা ঘটনা আগে কোনোদিন আমাদের এই এলাকায় হয়নি। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' এদিকে, জনবহুল জায়গায় কী করে দিনের পর দিন এই চক্র চলত তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে জগদ্দল থানার পুলিশ। এই ঘটনায় আর কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

ইন্ডিয়া জোটই দেশকে চালাবে : ফিরহাদ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া : হাওড়ায় এক ভূগর্ভস্থ জলাধারের উদ্বোধনে এসে ইন্ডিয়া জোট নিয়ে পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, '২০২৪ সালে পরিবর্তন আসছে। এই ইন্ডিয়া জোট দেশকে চালাবে। তখন ডুমুরজলা স্টেডিয়াম সহ অনেক কাজ হয়ে যাবে।' তবে এদিন তিনি হাওড়া পুরনিগমের ভোট নিয়ে নীরব থাকেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'কিছুদিনের মধ্যে কথা বলে জানাব।' কেন্দ্রের সরকার নিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী জানান, '১ লাখ ১৭ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্রের সরকার দিচ্ছে না। তা সত্ত্বেও আমাদের চালাতে হচ্ছে। আরো অনেক কাজ হবে। মণিপুর ওরা সামলাতে পারছে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যদি না সামলাতে পারেন ছেড়ে দিন আমরা দেখে নেব। কারণ ভাগাভাগির রাজনীতি কখনো হয় না। বিজেপি যে ভাগাভাগির রাজনীতি করে তার ফল হচ্ছে মণিপুর আর হরিয়ানা।' হাওড়ার জলাধার নিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'হাওড়ায় এখন জলের উৎপাদন যথেষ্টই আছে। পুরনিগমের নিজস্ব ও কেএমডিএ ২টো মিলিয়ে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন গ্যালন জল আছে। কিছু জায়গায় জলের চাপ কম থাকার জন্য সেখানে ঠিকমতো জল যাচ্ছিল না। এই ভূ-গর্ভস্থ জলাধার ও পাম্পিং স্টেশন চালু হওয়ায় মধ্য হাওড়া সহ পুরো এলাকায় জলের চাপ অনেক বেড়ে যাবে। এতে মানুষের সুবিধা হবে।' উল্লেখ্য, আনুমানিক ৪১ কোটি টাকা খরচে হাওড়া ওলাবিবিতলায় ভূগর্ভস্থ জলাধার তৈরির কাজ হয়েছে। এই জলাধার তৈরির ফলে হাওড়া পুরএলাকার ৩৩, ৩৪(আংশিক), ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ ওয়ার্ডের মানুষ ট্রায়াল রানের পরেই উপকৃত হবেন। ৬ মাসের মধ্যে ২৫, ২৬, ২৭, ২৮ ও ৩০ সহ মধ্য ও দক্ষিণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ অংশে জল সরবরাহ হবে।

ফিডার ক্যানেল সংস্কারের কাজ বন্ধ

সুবীর রায় দুর্গাপুর : পঞ্চাশের দশকে দুর্গাপুরে দামোদর নদীর ওপর গড়ে ওঠে দুর্গাপুর ব্যারেজ। শহরের মানুষকে জল আর গ্রামাঞ্চলের মানুষকে সেচের কাজে সাহায্য করার জন্যই ফিডার ক্যানেল তৈরি হয়েছিল। সেই থেকে ফিডার ক্যানেলে কোনো সংস্কার হয়নি। শেষে মঙ্গলবার থেকে ওই ক্যানেলে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। ক্যানেল সংস্কারের জন্য সেখান থেকে তোলা কচুরিপানা, শালুক, শাপলা ক্যানেলের একপাশে জমা করা হয়। তাতেই তীব্র আপত্তি জানান এলাকার বাসিন্দারা। শেষে বাধ্য হয়ে সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দেন সেচ দফতরের কর্মীরা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, নদী থেকে তোলা ওই সব নোংরা-আবর্জনা নদীর পাড়েই জমা করে রাখায় তার থেকে প্রচণ্ড দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে। শুধু তাই নয়, বর্ষার মরসুমে ডেঙ্গুর প্রকোপের সময় ওই নোংরার মধ্যেই মশার বংশবৃদ্ধি হচ্ছে। এনিয়ে পুরসভার সমালোচনা করে সিপিআই(এম) দলের জেলা কমিটির নেতা পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, 'এরা মশা, তার লার্ভাই মারতে পারে না তো কীভাবে এই সমস্যা মেটাবে!' পরে পুরসভার তরফে জানানো হয় সেচ দফতরের সঙ্গে কথা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি এই ফিডার ক্যানেল সংস্কারের কাজ শুরু হয়ে যাবে।

বারুইপুরে প্রয়াত তৃণমূলের জয়ী সদস্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারুইপুর: হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন বারুইপুর ব্লকের বেগমপুর পঞ্চায়েতের প্রাক্তন উপপ্রধান তথা তৃণমূলের জয়ী সদস্য অমর মণ্ডল (৫২)। বৃহস্পতিবার বিকালে বারুইপুরের কীর্তনখোলা মহাশ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য হয়েছে। প্রসঙ্গত, ৮ আগস্ট বেগমপুর পঞ্চায়েতের বোর্ড হয়। ওই সময় তিনি ছিলেন। এরপর বাড়ি ফেরার পর অসুস্থ হয়ে সোনারপুরের বেসরকারি নার্সিংহোমে ভরতি হন। সেখানেই এদিন সকালে মারা যান।

বহড়ুক্ষেত্রে নির্দল ও বিজেপির বোর্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর : ১নং ব্লকের বহড়ুক্ষেত্র পঞ্চায়েত ত্রিশঙ্কু ছিল। মোট ১৬টি আসনের মধ্যে তৃণমূল ৭টি, নির্দল ৭টি, বিজেপি ২টি আসন পেয়েছিল। নির্দল আর বিজেপি প্রার্থীর সমর্থন মেলায় নির্দল-বিজেপি জোট বোর্ড গড়ে। প্রধান হন নির্দলের মতিবুর রহমান লস্কর। উপপ্রধান হন বিজেপির সঙ্গীতা হালদার মণ্ডল। এই পঞ্চায়েতেই ভোটের দিন ব্যালট লুঠ ও গণ্ডগোলের জেরে আবার ভোট হয়েছিল। বৃহস্পতিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় পঞ্চায়েতে বোর্ড গড়া হয়।

গাপ্পি মাছ ছাড়ল মেদিনীপুর পুরসভা

সুমনকুমার দাস, খড়গপুর : ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে মেদিনীপুর পুরসভা একাধিক পদক্ষেপ করছে। বৃহস্পতিবার পুরসভার উদ্যোগে ২৫টি ওয়ার্ডে গাপ্পি মাছের চারা ছাড়া হয়। পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীদের হাতে গাপ্পি মাছের প্যাকেট তুলে দেন উপপুরপ্রধান অনিমা সাহা, সিআইসি সৌরভ বসুরা। আরেক সিআইসি সুসময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গাপ্পি মাছ মশার লার্ভা খেয়ে ফেলে তাই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে শহরের নানা জলাশয়, ডোবা, পুকুরে প্রায় ২৭ হাজার গাপ্পি মাছ ছাড়া হবে। মেদিনীপুর পুরসভা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে বিশেষ দল করা হয়েছে।

খনি অঞ্চলে ৩টি ব্লকের ১৪টি পঞ্চায়েতে বোর্ড তৃণমূলের

অগ্নি বন্দ্যোপাধ্যায়, অণ্ডাল : বৃহস্পতিবার খনি অঞ্চলের অণ্ডাল, পাণ্ডবেশ্বর ও দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ১৪টি গ্রামপঞ্চায়েতে বোর্ড গড়ার প্রক্রিয়া শেষ হয়েছে। এরমধ্যে অণ্ডাল ও দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ৪টি করে ও পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েতে বোর্ড হয়। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে থেকেই পঞ্চায়েত অফিসের বাইরে তৃণমূল কর্মী ও সমর্থকরা জমায়েত করতে শুরু করেন। অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ছিল কড়া পুলিশি ব্যবস্থা। পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের বৈদ্যনাথপুর কেন্দ্রা, বহুলা, ছোড়া, হরিপুর ও নবগ্রাম ও দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা, গৌড়বাজার, প্রতাপপুর ও জেমুয়া পঞ্চায়েত সবকটিতেই বোর্ড গড়ে তৃণমূল। ২টি ব্লকের ৮টি পঞ্চায়েতে প্রধান, উপপ্রধান সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন। কোথাও কোনো ভোটাভুটি হয়নি। একই দিনে বোর্ড হয় অণ্ডাল ব্লকের অণ্ডাল, কাজোড়া, খান্দরা ও উখড়া গ্রামপঞ্চায়েতে। খান্দরা ও উখড়া গ্রামপঞ্চায়েতের বোর্ড গড়তে গিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে। উখড়ায় ১৫ জনের সমর্থন পেয়ে প্রধান নির্বাচিত হন মিনা কোলে। অন্যদিকে, খান্দরা পঞ্চায়েতে উপপ্রধান পদের জন্য ভোটাভুটি হয়। শেষ ১৩টি ভোট পেয়ে উপপ্রধান হন গণেশ বাধ্যকর।

লেবার কমিশনের নামে প্রতারণা

বিপুন ভট্টাচার্য, বর্ধমান : লেবার কমিশনারের নাম করে দীর্ঘদিন ধরে প্রতারণার পর অবশেষে পুলিশের জালে ধরা পড়ল প্রতারক স্বপন মল্লিক। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের বক্তব্যে অসঙ্গতি রয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার বর্ধমানের সাধনপুরে এক রান্নার গ্যাস সরবরাহকারী সংস্থায় আসে স্বপন মালিক। ওই সংস্থার কর্ণধার অমরেশ কুণ্ডু জানান, 'স্বপন ৫ মাস আগে বোলপুরে আমাদের প্রজেক্টে এসেছিল। এসে সরকারের নাম করে রিনিউয়াল করে দেওয়ার কথা বলে অনেক টাকা নিয়ে যায়। এরপর আর যোগাযোগ করেনি। আমি তখন লেবার কমিশনের অফিসে যোগাযোগ করি। ওখান থেকে আমাকে জানানো হয় ভুয়ো লোক। আজ যখন আসে তখন আমি আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি মহম্মদ সেলিমকে জানাই। উনি থানায় জানান।' এব্যাপারে বর্ধমান জেলা আইএনটিটিইউসির জেলা সভাপতি সৈয়দ মহম্মদ সেলিম জানান, 'এর আগেও স্বপন প্রতারণা করেছে। লেবার কমিশনের নাম করে মানুষকে ঠকানো হচ্ছে। এধরনের প্রতারণার ফলে লেবার কমিশনের কর্মী-আধিকারিকদের মানুষ বিশ্বাস করবেন না। লেবার কমিশনের ভুয়ো কাগজপত্র-ফর্ম তৈরি করেছে।'

বোটানিক্যাল গার্ডেনে পর্যটকদের জন্য 'নেচার ট্রেল'

ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া : শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে পর্যটকদের জন্য তৈরি হয়েছে 'নেচার ট্রেল'। বোটানিক্যাল গার্ডেন কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এটি বিশেষ ধরনের বনাঞ্চল বা বনের পথ। বোটানিক্যাল গার্ডেনে এসে ভ্রমণার্থীরা এবার থেকে গাছ, পাখি, জলাশয়ের মতো অরণ্যের এই বিশেষ পরিবেশ উপলব্ধি করতে পারবেন। এমনকী ওই বনাঞ্চলে কোনটি কী প্রজাতির গাছ তার নামও গাছের গায়ে লেখা থাকবে। সেখান থেকে ভ্রমণার্থীরা গাছ সম্পর্কে জানতে পারবেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনের ১০ নং ডিভিশনে ১৫ একর জায়গা নিয়ে তৈরি হয়েছে নেচার ট্রেল। এর ভেতর দিয়ে ২ কিমি পথ চলে গেছে। এখানে কুঁড়েঘর, উন্নত ইকো সিস্টেম থাকছে। রয়েছে প্রায় ৩০৭ প্রজাতির ফুলের গাছ। এরমধ্যে ৮৯টি পরিবারের গাছ হয় বিপন্ন না হয় বিলুপ্তপ্রায়।

গাছগুলো স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠেছে। বোটানিক্যাল গার্ডেনের অন্যতম আকর্ষণ ভিক্টোরিয়া অ্যামাজনিয়া'র (জায়েন্ট ওয়াটার লিফ) ছোটো সংস্করণের ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ এখানে ঢুকতে পারবেন। আলাদা করে 'নেচার ট্রেলে'র জন্য কোনো প্রবেশ মূল্য দিতে হবে না। এখানে এলে পাহাড়ে ভ্রমণের মতো পরিবেশ পাওয়া যাবে। বৃহস্পতিবার এর উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন দফতরের সচিব লীনা নন্দন। এদিন তিনি বি গার্ডেনে গাছ লাগান। বি গার্ডেনের বটগাছ ও অ্যাকোয়াটিক প্ল্যান্ট সেকশন ঘর দেখেন। পরে তিনি ১০টি বই উদ্বোধন করেন। এদিনই ওই প্রকৃতিপথটি সাধারণের উদ্দেশ্যে খুলে দেওয়া হয়। লীনা নন্দন বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার কাজের প্রশংসা করে বলেন, 'এই প্রকৃতিপথে বসে পরিবেশের স্নিগ্ধতা, আধ্যাত্মিক প্রশান্তি অনুভব করা যাবে।'

हिमाद्रि... হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড

(CIN NO : L65921WB1994PLC062875)

রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩এ, নেতাজী সুভাষ রোড, অষ্টম তল, কলকাতা - ৭০০০০১

ই-মেল : hcfl@himadri.com, ওয়েবসাইট : www.himadricredit.in, ফোন : ০৩৩ ২২৩০ ৪৩৬৩ / ৯৯৫৩

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	মোট আয়	৬০.৫৭	৫৪.১২	৫২.৭২	২১১.৫৭
২.	এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৫৪.৯২	৪৭.২৩	৪৪.৮৪	১৭৩.৬৮
৩.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার আগে)	৪৯.৭৬	৩৩.৩০	৪১.৩০	১৩৪.৭৩
৪.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং / অথবা অতিরিক্ত দফার পর)	৪৯.৭৬	৩৩.৩০	৪১.৩০	১৩৪.৭৩
৫.	এই পর্বের / বছরের মোট বিস্তৃত আয় (করের পর প্রকৃত লাভ ও অন্যান্য বিস্তৃত আয় ধরে)	৭৩৩.২৩	(১৬৮.৭৩)	(১৩০.২২)	২৫৬.০২
৬.	আদায়প্রদত্ত ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	৩০০.০২	৩০০.০২	৩০০.০২	৩০০.০২
৭.	অন্যান্য ইক্যুইটি				৫১৩৩.৯০
৮.	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ব্যতিক্রমী দফার আগে ও পরে) (প্রত্যেকটি ১০ টাকা করে) (বার্ষিকভাবে নয়) মূল ও লঘুকৃত (টাকায়)	১.৬৬	১.১১	১.৩৮	৪.৪৯

দ্রষ্টব্য :

১। উপরোক্ত বিবৃত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানীর বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা ১০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কোম্পানীর নিরীক্ষকগণ দ্বারা ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফলটি সীমিতভাবে পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে।

২। কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে একটি নন-ব্যাঙ্কিং অর্থনৈতিক সংস্থা হিসাবে একটি মাত্র ব্যবসার সাথে যুক্ত তাই আইএনডি এএস-১০৮ 'অপারেটিং সেগমেন্ট' অনুযায়ী কোম্পানীটির পর্বভিত্তিক বিবরণের প্রয়োজন নেই।

৩। ৩১.০৩.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের শেষ ত্রৈমাসিকের অর্থাঙ্ক ও আগের আর্থিক বছরের অর্থাঙ্ক, বর্তমান পূর্ণ আর্থিক বছরের হিসাবে ও বর্তমান ত্রৈমাসিকের শেষ পর্যন্ত প্রস্তুত করা অর্থাঙ্কের হিসাবে এবং আগের বছরের অর্থাঙ্কের হিসাবের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যেটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকগণ দ্বারা সীমিত পুনর্মূল্যান করা হবে।

৪। সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস ২০১৫এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের বিবরণীটি, কোম্পানীর বিস্তারিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল ও স্টক এক্সচেঞ্জে নথিভুক্ত করা হল। বিস্তারিত নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে : www.cse-india.com ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে www.himadricredit.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরের পক্ষে ও সমর্থনে
স্বাঃ
অনুরাগ চৌধুরি
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
(DIN : 00173934)

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০৮.২০২৩

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक ! ...the name you can BANK upon !

সার্কেল শাস্ত্র সেন্টার, দুর্গাপুর, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান, পঃবঃ / ই-মেল : cs8222@pnb.co.in

রুল- ৮ (১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যথারীতি, সিকিওরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর নিয়মানুযায়ী নিযুক্ত ১৩(১২) নং সেকশন ও সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৩নং রুল অনুযায়ী প্রাপ্ত ক্ষমতা প্রয়োগে নিম্নে স্বাক্ষরিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক ঋণগ্রহণকারীকে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে, বিজ্ঞপ্তিটি প্রকাশিত হওয়ার / বিজ্ঞপ্তিটি পাওয়ার ৬০দিনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট ঋণ-সহ আনুষাঙ্গিক ব্যয়, কষ্ট ও চার্জ ইত্যাদি শোধ করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ঋণগ্রহণকারী উক্ত অর্থাঙ্ক দিতে ব্যর্থ হয়েছেন ও সেই কারণে ঋণগ্রহণকারী ও জনসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো হচ্ছে যে, নিম্নোক্ত স্বাক্ষরকারী নীচে বর্ণিত সম্পত্তি উল্লিখিত অ্যাক্টের ১৩ নং সেকশনের ৪নং সাব সেকশন সহ সিকিওরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ নং ধারা বলে নিম্নে উল্লিখিত তারিখে অধিগ্রহণ করে নিয়েছে।

এতদ্বারা বিশেষভাবে ঋণগ্রহণকারী ও সার্বিকভাবে জনসাধারণকে এই মর্মে সতর্ক করা হচ্ছে যে, কেউ যেন উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো ব্যবসায়িক কার্যকলাপ না করে, নচেৎ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, মূল অর্থ সহ টাকা পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত উক্ত অর্থাঙ্কের ওপর সুদ সহ আনুষঙ্গিক ব্যয়, খরচ ও চার্জ দাবি করবে।

উপরোক্ত বিবৃত আইনের সেকশন ১৩-এর সাবসেকশান ৮ অনুযায়ী ঋণগ্রহণকারী / জামিনদার/বন্ধককারীর জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বন্ধক রাখা সম্পদ সুনিশ্চিত করুন।

ক্র. নং	ঋণগ্রহণকারী / জামিনদার ও শাখার নাম	বন্ধকী সম্পত্তির বিবরণ	ক. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ. দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখের হিসাবে প্রাপ্য বকেয়া
১.	**ঋণগ্রহণকারী : শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ,** পিতা : শ্রী কড়ালি চরণ ঘোষ **জামিনদার : মিসেস. মায়া ঘোষ,** স্বামী : শ্রী কড়ালি চরণ ঘোষ **মিসেস. মৌ ঘোষ** স্বামী : বিশ্বনাথ ঘোষ **শ্রী কড়ালি চরণ ঘোষ,** পিতা : সুধীর চন্দ্র ঘোষ সকলের ঠিকানা : ২/৭, উদিচি পার্ক, আলিঙ্গন অ্যাপার্টমেন্টের কাছে, দুর্গাপুর, পশ্চিম বর্ধমান - ৭১৩২১৬ **শাখা : বিসিইটি, দুর্গাপুর (৪৭৬৭০০)**	১. কমবেশি ৪৩.২৬ কাঠা বা ০.৭১৫ একর এলাকাযুক্ত জমি ও বিল্ডিংয়ের সমস্ত অংশ যেটি লেআউট প্লট নং - ২৪, নাসের অ্যাভেনিউ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেন) মৌজা : গোপিনাথপুর, জেএল নং - ৮১, সিএস প্লট নং - ২৪২ (পি), ২৪৩ (পি), ২৬৮ (পি), ২৭০ (পি), ২৭১ (পি), ২৬৯ (পি), ৩০৩ (পি), ৩০৪ (পি), খতিয়ান নং - ৯৯৯, ১৩৫১, ১৩৭৭, ৮৪১, ১৯৪৭, ১৯৮৯, ৩৪১, ৭৪৪, ১০৪৬, তৌজি নং - ১, এডিএসআর দুর্গাপুরে জেলা : পশ্চিম বর্ধমানে ২০১২ সালের ডিড নং - ০৭৮৯০ অনুযায়ী শ্রী কড়ালি চরণ ঘোষের পুত্র মি. বিশ্বনাথ ঘোষের নামে নিবন্ধীকৃত। চৌহদ্দি — উত্তরে : ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা, দক্ষিণে : মেসার্স সাহা ডিস্ট্রিবিউটরস, মেসার্স অক্সাইড ইন্ডিয়া-এর জমি, পূর্বে : ৬০ ফুট চওড়া রাস্তা, পশ্চিমে : আভডার জমি। ২. প্লট নং - ২৪, নাসের অ্যাভেনিউ (ইন্ডাস্ট্রিয়াল লেন), মৌজা : গোপিনাথপুর, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, স্বত্বাধিকারী শ্রী বিশ্বনাথ ঘোষ, পিতা : শ্রী কড়ালি চরণ ঘোষ-এর নামে পায়োনিয়ার ইলেক্ট্রিক্যালস-এর সমস্ত প্লান্ট ও মেশিনারি।	ক. ০৯.১২.২০২২ খ. ০৮.০৮.২০২৩ গ. ৩১.০৮.২০২২ তারিখের হিসাবে ৩,০৮,২২,৯৪২.৭৪ টাকা (তিন কোটি আট লাখ বাইশ হাজার নয়শ বিয়াল্লিশ টাকা ও চুয়াত্তর পয়সা মাত্র) এবং এরপর সুনির্দিষ্ট সুদ, আনুষঙ্গিক ব্যয়, কষ্ট ও চার্জ সহ (০১.০৯.২০২২ তারিখ থেকে টাকা পরিশোধ হওয়া পর্যন্ত)।

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৩
স্থান : দুর্গাপুর

(হিমাংশু কুমার সাহা)
চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

কেকল্পনা প্লাস্টিক লিমিটেড

CIN : L25200WB1989PLC047702

রেজিস্টার্ড অফিস : ১২, ডঃ ইউ.এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রীট, ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং-৫এফ, কলকাতা - ৭০০০১৭

ফোন : +৯১-০৩৩-৪০০৩ ০৬৭৪

ই-মেল : kolkata@kkalpanaplastick.co.in, ওয়েবসাইট : www.kkalpanaplastick.com

৩০ জুন, ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণ

(লাখ টাকায়, শেয়ার প্রতি পরিসংখ্যান ব্যতীত)

ক্র. নং	বিবরণ	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২৩ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)	সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ৩০.০৬.২০২২ (অনিরীক্ষিত)	সমাপ্ত বছর ৩১.০৩.২০২৩ (নিরীক্ষিত)
১.	কাজের থেকে মোট আয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২.	এই পর্বের প্রকৃত লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী দফা ও/বা অতিরিক্ত দফার আগে)	(২.১৪)	(৫.৩৪)	০.৯৩	(৪৭.৮৬)
৩.	করের আগে এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা ও/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	(২.১৪)	(৫.৩৪)	০.৯৩	(৪৭.৮৬)
৪.	করের পর এই পর্বের প্রকৃত লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী দফা ও/বা অতিরিক্ত দফার পরে)	(২.১৪)	(৫.৩৪)	০.৯৩	(৪৭.৮৫)
৫.	এই পর্বের মোট কমপ্রিহেনসিভ আয় [(এই পর্বের লাভ / (ক্ষতি) (করের পর ও অন্যান্য কমপ্রিহেনসিভ আয় (করের পর) সহ)]	(২.১৪)	(৫.৩৪)	০.৯৩	(৪৭.৮৫)
৬.	ইক্যুটি শেয়ার মূলধন	৫৫২.৮৫	৫৫২.৮৫	৫৫২.৮৫	৫৫২.৮৫
৭.	মজুত (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) বিগত আর্থিক বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুযায়ী				৭১.২২
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০টাকা করে) (চালু ও বন্ধ হয়ে যাওয়া কাজের জন্য)				
	মূল :	(০.০৪)	(০.১০)	০.০২	(০.৮৭)
	লঘুকৃত	(০.০৪)	(০.১০)	০.০২	(০.৮৭)

দ্রষ্টব্য :

১. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ওপরের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানীর পুঙ্খানুপুঙ্খ আর্থিক ফলাফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হিসাবে দেখানো হল ও এই বিবরণীটি স্টক এক্সচেঞ্জে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কোম্পানীর পুঙ্খানুপুঙ্খ ত্রৈমাসিকের আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে ও কোম্পানীর ওয়েবসাইটে (www.kkalpanaplastick.com).

২. ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত উপরোক্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলটি ১০ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কোম্পানির নিরীক্ষকগণ দ্বারা পুনর্মূল্যায়িত হয়েছে ও তা কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টর দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

৩. আইএনডি এএস ১১৫ অনুযায়ী, ১ এপ্রিল ২০১৮ তারিখ থেকে শুরু পর্বে ক্রেতাদের সঙ্গে চুক্তি থেকে যে আয়, তা প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক কারণ এটি বর্তমান আয় অনুমোদনের নিয়মাবলীর পরিবর্তন সাধন করেছে।

৪. কোম্পানিটি প্রাথমিকভাবে প্লাস্টিক মডিউলসের ব্যবসার সাথে যুক্ত তাই Ind-AS-108 'Operating Segment' অনুযায়ী কোম্পানিটির পর্বভিত্তিক বিবরণের প্রয়োজন নেই।

৫. সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৩৩নং ধারা অনুযায়ী ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সমাপ্ত উপরোক্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলটি কোম্পানীর স্ট্যাচুটরি অডিটর লিমিটেড রিভিউ করেছে।

৬. সংশ্লিষ্ট বিগত পর্বের অর্থাঙ্কগুলি বর্তমান পর্বের অর্থাঙ্কের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে প্রয়োজনানুযায়ী পুনর্বিন্যাসিত/পুনর্সজ্জিত হয়েছে।

কেকল্পনা প্লাস্টিক লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাক্ষর
সজ্জন কুমার শর্মা
(DIN : 02162166)
হোলটাইম ডিরেক্টর

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১০.০৮.২০২৩

mallcom

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড

CIN : L51109WB1983PLC037008

রেজিস্টার্ড অফিস: ই.এন-১২, সেক্টর-V সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

টেলি নং : ০৩৩ ৪০১৬ ১০০০, ফ্যাক্স : ০৩৩ ৪০১৬ ১০১০, ই-মেল : investors@mallcom.in

ওয়েবসাইট : www.mallcom.in

বিজ্ঞপ্তি

(ক) এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সভার নোটিশে নির্ধারিত ব্যবসায়িক লেনদেন করতে **ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড ("দ্য কোম্পানী")** এর সদস্যদের **৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) সোমবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৩, সকাল সাড়ে ১১টায় (ভারতীয় সময়)** ভিসি / ওএভিএম এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক দ্বারা জারি (এমসিএ) জেনারেল সার্কুলার নং ১৪/২০২০, ১৭/২০২০, ২০/২০২০, ২/২০২১, ২/২০২২ এবং ৮ এপ্রিল ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০, ৫ মে ২০২০, ১৩ জানুয়ারি ২০২১, ৫ মে ২০২২ ও ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখের জেনারেল সার্কুলার নং ১০/২০২২ (এখানে পরে যৌথভাবে "এমসিএ সার্কুলার্স" বলে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং সেবি কর্তৃক জারি সেবি সার্কুলার নম্বর সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি ১ / সিআইআর / পি / ২০২০ /৭৯, সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি ২ / সিআইআর / পি / ২০২১/১১, সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি ২ / সিআইআর / পি / ২০২২/৬২ এবং সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি- ২ / পি / সিআইআর /২০২৩/৪ তাং ১২.০৫.২০২০, ১৫.০১.২০২১, ১৩.০৫.২০২২ এবং ০৫.০১.২০২৩ (এখানে পরে যৌথভাবে সেবি সার্কুলার্স এবং এমসিএ সার্কুলার্স-কে সার্কুলার্স বলে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং কোম্পানী আইন ২০১৩ (সংশোধিত) ("অ্যাক্ট" এবং এর আওতায় প্রণীত বিধি এবং বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন্স ২০১৫ এর প্রাসঙ্গিক বিধানগুলি (সংশোধিত) ("লিস্টিং রেগুলেশন্স") অনুযায়ী কোম্পানীটি তাদের সদস্যকে ভিসি অথবা ওএভিএম এর মাধ্যমে শারীরিকভাবে উপস্থিত না হয়ে বার্ষিক সাধারণ সভা করার অনুমতি দিয়েছে।

(খ) প্রযোজ্য সার্কুলার অনুযায়ী, **৩৯তম এজিএম ("বিজ্ঞপ্তি")** কোম্পানীর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টস মেসার্স নিশ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড (এনটিপিএল) / কোম্পানি / ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্ট(দের) কাছে নথিভুক্ত ই-মেল আইডিতে ৩১ মার্চ ২০২৩ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের (**"বার্ষিক বিবরণী"**) পাঠিয়ে দেওয়া হবে। ভিসি অথবা ওএভিএম এর মাধ্যমে এজিএম-এ অংশগ্রহণ করার নিয়মাবলী এবং ই-ভোটিং-এ অংশ নেওয়ার পদ্ধতি বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক বিবরণীতে পাওয়া যাবে।

(গ) যে সমস্ত সদস্যরা ফিজিক্যাল মোডের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন অথবা যাঁদের ই-মেল নিবন্ধীকৃত নেই, তাঁরা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দিতে পারবেন তখনই যখন নিজেদের ই-মেল নিম্নলিখিত নথির সঙ্গে কোম্পানিকে এই ই-মেল আইডি-তে পাঠাবেন : investors@mallcom.in অথবা nichetechpl@nichetechpl.com

(১) একটি স্বাক্ষর করা রিকোয়েস্ট লেটারে তাঁদের নাম, ফোলিও নং /ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট ডিটেলস এবং ধারণ করা শেয়ারের সংখ্যা এবং সম্পূর্ণ পোস্টাল অ্যাড্রেস ;

(২) তাঁদের প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি; এবং

(৩) এর মধ্যে যেকোনো নথির স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি (যেমন, আধার কার্ড / সাম্প্রতিক ইলেক্ট্রিক বিল / সাম্প্রতিক টেলিফোন বিল / ড্রাইভিং লাইসেন্স / ভোটার আইডি কার্ড / পাসপোর্ট / ব্যাঙ্ক পাসবুক) কোম্পানির কাছে নিবন্ধীকৃত সদস্যদের ঠিকানার সমর্থনের প্রেক্ষিতে।

যে সমস্ত সদস্যরা ফিজিক্যাল মোডের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন এবং কোম্পানি / আরটিএ-র কাছে বৈধ ই-মেল আইডি রয়েছে, তাঁদের এই বিষয়ে আর কিছু করার নেই।

(ঘ) যে সমস্ত সদস্যরা ফিজিক্যাল মোডের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণ করে নিয়েছেন, তাঁরা ডিভিডেন্ড সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আরবিআই-এর অনুমোদন করা পেমেন্টের ইলেক্ট্রনিক মোডের মাধ্যমে পেতে আদেশপত্র পাঠাতে পারেন এইখানে নিম্নলিখিত নথি সমেত লিখে : investors@mallcom.in অথবা আরটিএ-কে nichetechpl@nichetechpl.com

(১) ফোলিও নং এবং প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত কপি;

(২) ব্যাঙ্ক এবং শাখার নাম যেখানে ডিভিডেন্ড গ্রহণ করা হবে এবং অ্যাকাউন্টের ধরন;

(৩) কোর ব্যাঙ্কিং সলিউশন্স দ্বারা বাস্তবায়ন করা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং ১১ ডিজিট আইএফএস কোড ; এবং

(৪) ব্যাঙ্কের পাসবইয়ের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি এবং বাতিল করা চেকের পাতা যেখানে সদস্যের অথবা প্রথম হোল্ডারের নাম রয়েছে। যদি কোনো ক্ষেত্রে কোম্পানি ডিভিডেন্ট ট্রান্সফার করতে অক্ষম হয় তাহলে তা আরবিআই দ্বারা অনুমোদন করা ইলেক্ট্রনিক মোড(গুলি) এর মাধ্যমে সরাসরি পৌঁছে যাবে, কোম্পানি ওইসব সদস্যদের ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্ট / ব্যাঙ্কার্স চেক / ডিম্যান্ড ড্রাফট পাঠিয়ে দেবে।

(ঙ) যেসমস্ত সদস্যরা ডিম্যাট মোডের মাধ্যমে শেয়ার অধিগ্রহণ করেছেন তাঁরা তাঁদের ই-মেল আইডি এবং ব্যাঙ্কের আদেশপত্র সরাসরি তাঁদের ডিপোজিটরি পার্টিসিপেন্টের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

(চ) কোম্পানীজ (ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) রুলস ২০১৪ (সংশোধিত) রুল ১০ এবং ৯১নং সেকশন সহ লিস্টিং রেগুলেশন্স এর ৪২ নং রেগুলেশন অনুযায়ী কোম্পানির রেজিস্টার অফ মেম্বার্স এবং শেয়ার ট্রান্সফার বুকস বন্ধ থাকবে **মঙ্গলবার ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ থেকে সোমবার ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখ (দুটি দিনই অন্তর্ভুক্ত)**, এজিএম এর কারণে এবং এজিএম-এ ঘোষণা করা সেই সমস্ত সদস্যদের যাঁরা ডিভিডেন্ড গ্রহণ করবেন তাঁদের যোগ্যতা যাচাই করে দেখা হবে।

(ছ) সংশোধিত ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ ("আইটি অ্যাক্ট")-সহ ফিন্যান্স অ্যাক্ট ২০২০ এর ১ এপ্রিল ২০২০ থেকে প্রযোজ্য প্রভিশন অনুযায়ী, কোম্পানি কর্তৃক ঘোষিত ও প্রদত্ত লভ্যাংশ শেয়ারহোল্ডারদের থেকে করযোগ্য ও কোম্পানি শেয়ারহোল্ডারদের প্রদত্ত লভ্যাংশের উৎস থেকেই কোম্পানি প্রযোজ্য হারে টিডিএস কেটে নেবে। সঠিক টিডিএস হার নির্ধারণের জন্য কোম্পানি সদস্যদের ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর প্রভিশন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নথি ইমেল করতে অনুরোধ করছে। সাধারণভাবে টিডিএস অন্যান্য প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্মতি সক্ষম করতে সদস্যদের তাঁদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে আইটি আইন অনুযায়ী রেসিডেন্সিয়া স্ট্যাটাস প্যান এবং আইটি অ্যাক্টের ক্যাটাগরির মতো বিশদ আপডেট করার জন্য ফিজিক্যাল মোডে শেয়ার ধারণকারী সদস্যদের কোম্পানি / আরটিএ-র কাছে অনুরোধ আপডেট করতে হবে।

(জ) বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক রিপোর্ট কোম্পানির ওয়েবসাইট www.mallcom.in এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে সেখানে পাওয়া যাবে : www.nseindia.com এবং www.bseindia.com

ম্যালকম (ইন্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বাঃ/-
শালিনী ওঝা
কোম্পানি সচিব ও কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান : কলকাতা
তারিখ: ১০ আগস্ট ২০২৩